

# সংবাদে উপেক্ষিত নারী ও গ্রাম যথাযথ উপস্থাপনা নিশ্চিত করা দরকার\*

গীতি আরা নাসরীন

## সংবাদ ও নারী

নারীর উল্লেখ এবং উপস্থাপনা কেন সংবাদ পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় তা সচেতন ব্যক্তিমাঝেই অবগত। গণমাধ্যমসমূহ আমাদের শিক্ষা, তথ্য এবং বিনোদন প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি এখন স্বীকৃত যে, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মতো গণমাধ্যমও একটি সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ গণমাধ্যম থেকে আমরা শুধু শিক্ষা, তথ্য এবং বিনোদনই পাই না; গণমাধ্যম আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রভাবও বিস্তার করে। এ কারণেই সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধের জন্য, গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নানাবিধ পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ২০১১-এ যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' গৃহীত হয়, তার ৪০তম অনুচ্ছেদে 'গণমাধ্যম ও নারী'-বিষয়ক অংশে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা আছে।

৪০.১ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;

\* নারী ও গ্রাম, জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক এলাকার এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম উন্নয়ন প্রসঙ্গে নিয়মিত উল্লিখিত হয়ে থাকে। সমতা ও অধিকার অর্জনে যেহেতু গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকৃত, তাই বাংলাদেশের গণমাধ্যমে গ্রামীণ পটভূমিতে নারী কীভাবে উল্লিখিত ও উপস্থাপিত হয় তা খতিয়ে দেখাটাও জরুরি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক সংবাদে 'নারী'র উল্লেখ ও উপস্থাপনা বিচার; এই উপস্থাপনায় নারী সাংবাদিকের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ণয়; গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ কৌশলকে পরিচিত করে তোলা; সংবাদ নির্মাণ ও পরিবেশনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের পক্ষে ৫টি জাতীয় ও ৫টি আঞ্চলিক মিলিয়ে মোট ১০টি সংবাদপত্র, সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৫টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং একটি বেতার কেন্দ্রের সর্বমোট ৩,৩৬১টি সংবাদ বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পের দীর্ঘ পরীক্ষিত পদ্ধতি অনুসারে পরিবীক্ষণ করা হয়। ১৬ জন পরিবীক্ষক কর্তৃক সম্পন্ন এই বিশেষায়িত পরিবীক্ষণ কাজটির নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরীন। আনুষ্ঠানিক ওই পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যসম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটির প্রকাশ এ মুহূর্তে প্রক্রিয়াধীন আছে। 'নারী ও প্রগতি'র পাঠকদের জন্য প্রকল্পিত এই লেখাটি ওই বিস্তারিত প্রতিবেদনেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। - নির্বাহী সম্পাদক

৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪০.৪ প্রচারমাধ্যম নীতিমালায় জেভার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

ইতোমধ্যে এই নীতিমালার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দশকওয়ারি হিসেবে বাংলাদেশে নারীর জীবনের পূর্বতন অবস্থার চেয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রের সূচক আশাপ্রদভাবে অগ্রসর। ১৯৮০ সালে নারীর গড় আয়ু যেখানে ছিল ৫৪.৩ বৎসর, ২০১১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬৭.৯ বৎসর। মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯৮ সালের ৩.২৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.০৯ শতাংশ।<sup>১</sup>

শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি ও স্কুলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে এখন জেভার গ্যাপ প্রায় নেই বললেই চলে।<sup>২</sup> তবে, নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো এখনো ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভূমির মালিকানা, সম্পত্তিতে অধিকার, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি প্রশ্নে নারীর জীবনে বৈষম্য প্রকটভাবেই বিরাজমান। বিশ্ব শ্রম সংস্থার জরিপে দেখা যায়, নারী গড়ে পুরুষের চেয়ে শতকরা ২১ শতাংশ কম আয় করে (Kapsos, 2008)।<sup>৩</sup> নারীর অগ্রযাত্রার সাফল্যগাথাকে ম্লান করে দিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের সাম্প্রতিক ভয়ংকর দুর্ঘটনাসমূহ, বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে যুক্ত নারীর একটি বড়ো অংশ যেখানে নিয়োজিত। শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, গৃহাভ্যন্তরে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্রটিও ভীতিকর। নারীর প্রতি সহিংসতার জাতীয় জরিপে (২০১১) দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৮-৭ ভাগ বিবাহিত নারী কোনো-না-কোনোভাবে তাদের স্বামীর হাতে সহিংসতার শিকার হয়েছেন।<sup>৪</sup> যে বিপুল পরিমাণ গৃহকর্ম, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনমূলক কাজে নারী জড়িত, তার কোনো অর্থমূল্য বিচার করা হয় না, এমনকি তাদের কোনো সামাজিক স্বীকৃতিও নেই।<sup>৫</sup>

### গ্রামীণ সংবাদ কেন গুরুত্বের দাবিদার?

বাংলাদেশের মোট ভূমির মাত্র শতকরা ৮ ভাগজুড়ে শহরাঞ্চল। সুতরাং বাকি ৯২ ভাগ অঞ্চলেই গ্রাম, কৃষিজমি, বনভূমি ও জলাঞ্চল নিয়ে গঠিত। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮.৯ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করেন। অর্থাৎ দেশের ১১ কোটিরও বেশি মানুষ গ্রামবাসী। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষির

<sup>১</sup> বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৩), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০১২, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

<sup>২</sup> [http://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh\\_bangladesh\\_statistics.html](http://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh_bangladesh_statistics.html)

<sup>৩</sup> Kapsos, Steven (2008), "The Gender Wage Gap in Bangladesh," ILO Asia Pacific Working Paper Series, International Labour Organization.

<sup>৪</sup> Bangladesh Bureau of Statistics (2013), Report on Violence Against Women (VAW) Survey 2011, BBS, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

<sup>৫</sup> Jones Lori (Ed.) (2013 2<sup>nd</sup> Ed.) The Economic Contribution of Women in Bangladesh Through their Unpaid Labour, WBB Trust-HealthBridge.

(কৃষি, গবাদিপশু ও পাখি, মৎস্য, বন) সরাসরি অবদান ২১ শতাংশ। অখামার কাজ, যা মূলত কৃষিখাতেরই পরোক্ষ অবদান, জিডিপিতে তার অংশ ৩৩ ভাগ। দেশের শ্রমশক্তির ৫৪ ভাগ এখনো কৃষিতে নিয়োজিত।<sup>৬</sup>

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৬ নম্বর ধারা (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব)-এ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে, ‘নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’

সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণসহ কৃষক-শ্রমিক এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তির কথাও রাষ্ট্রের প্রাথমিক মূলনীতিতে উল্লিখিত। গণমাধ্যমের দায়িত্বও হচ্ছে গণমানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। এমতাবস্থায় গ্রামসংক্রান্ত সংবাদ সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে বাংলাদেশের গণমাধ্যমসমূহে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হবে এমনটিই হওয়া উচিত।

### বাংলাদেশে গণমাধ্যম

যোগাযোগপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহজপ্রাপ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্বাশ্রয় উদারীকরণ নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে গণমাধ্যম গত দেড় দশকে সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন বিভাগের ওয়েবসাইটে দেওয়া সর্বশেষ হিসেব (এপ্রিল ২০১২) অনুযায়ী ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১১৩টি এবং ঢাকার বাইরের ১৯৮টি মিলিয়ে বাংলাদেশে মোট দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৩১১টি। তবে, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক সাময়িকীসমূহ মিলিয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত পত্রিকার সংখ্যা ১১৮৭টি।<sup>৭</sup>

নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন। চলতি বছরের ১০ মার্চ সংসদে এক প্রশ্নোত্তরপর্বে তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে বাংলাদেশে তিনটি সরকারি চ্যানেলসহ মোট ৪৪টি টিভি চ্যানেল রয়েছে।

পক্ষান্তরে, একটি সহজলভ্য প্রযুক্তি হওয়া সত্ত্বেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশে বেতার মাধ্যমকে আশানুরূপ বিকশিত হতে দেয় নি। একটি জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্র এবং ১৮টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার অবকাঠামো সবচেয়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশে এখন ৫টি বেসরকারি/বাণিজ্যিক এফএম রেডিও চ্যানেল এবং ১৪টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

যদিও ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমসমূহের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, তারপরেও তথ্য পাওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমসমূহ আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সংবাদ-মাধ্যমে সব সংবাদকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং কোন সংবাদটি প্রচার বা প্রকাশ হচ্ছে, কতখানি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ/প্রচার হচ্ছে তার ওপরে নির্ভর করে বিষয়টি জনপরিসরে কতখানি গুরুত্ব পাবে বা আদৌ পাবে কি না। সুতরাং, সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যমসমূহ অনেকাংশে আলোচ্যসূচি ঠিক করে দেয়। সংবাদমাধ্যমসমূহকে

<sup>৬</sup> বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৩), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০১২, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

<sup>৭</sup> <http://www.bdpressinform.org/>

সমাজের দর্পণ বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ সমাজের প্রকৃত অবস্থা, সংগতি-অসংগতির প্রকৃত রূপটিই এই দর্পণে প্রতিভাত হওয়ার কথা। সংবাদকে মনে করা হয় নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং এর প্রভাব অপরিসীম।

গণমাধ্যমের এই বিপুল বিকাশের পরেও যদি গণমাধ্যমে দেশের প্রকৃত সমস্যাসমূহের প্রকাশ না হয়, সকল মানুষের প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত না হয়, তবে একটি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা যেমন কঠিন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাও তেমনই অসম্ভব।

### পরিবীক্ষণের ফলাফল

প্রধানত নগরকেন্দ্রিক নয় এমন সংবাদে নারীর উপস্থিতি প্রচার ও প্রকাশ পরিবীক্ষণের জন্য ৫টি জাতীয় ও ৫টি আঞ্চলিক মিলিয়ে মোট ১০টি সংবাদপত্র, সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৫টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং একটি বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বাছাই করা হয়েছিল।<sup>৮</sup> পরিবীক্ষণটি করা হয় ২০১৩ সালের ১ থেকে ৭ জুলাই

<sup>৮</sup> পরিবীক্ষণকৃত সংবাদমাধ্যম :

মাধ্যম	নমুনা অংশ
<i>দৈনিক পত্রিকা (আঞ্চলিক)</i>	
দৈনিক বার্তা	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক আজাদী	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক জনাভূমি	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক সিলেটের ডাক	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক যুগের আলো	প্রথম ও শেষপাতা
<i>দৈনিক পত্রিকা (জাতীয়)</i>	
ইত্তেফাক	সারাদেশ
কালের কণ্ঠ	প্রিয় দেশ
প্রথম আলো	বিশাল বাংলা
দৈনিক সংবাদ	দেশ
Daily Star	Country
<i>রেডিও</i>	
বাংলাদেশ বেতার	সংবাদ
<i>টেলিভিশন</i>	
এটিএন বাংলা	গ্রামগঞ্জের খবর
চ্যানেল ৭১	দেশযোগ
চ্যানেল আই	জনপদের খবর
একুশে টিভি	সারাদেশ
বিটিভি	দেশ ও জনপদের খবর

এবং ২৮ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট এই দুই সপ্তাহ ধরে। এ সময়ের সর্বমোট ৩,৩৬১টি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।<sup>৯</sup> পরিবীক্ষণে ‘বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্প’-এর দীর্ঘ পরীক্ষিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের আয়তন মোট আয়তনের মাত্র ৮ শতাংশ হলেও এই পরিবীক্ষণ থেকে বেরিয়ে আসে যে, বাংলাদেশের প্রধান গণমাধ্যমসমূহের সিংহভাগ খবর এই অংশকে কেন্দ্র করেই আর্ভিত। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের মতো খবরে নারীও প্রান্তিক। পরিবীক্ষণকৃত সংবাদের মধ্যে সংবাদপত্রের মাত্র ১১.৬৪ শতাংশ, টেলিভিশনের মাত্র ৭.২৩ শতাংশ এবং রেডিওর মাত্র ৫.৩০ শতাংশ প্রতিবেদনের বিষয় ছিল গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল। আর, সংবাদপত্রে মাত্র ১৫.৮ শতাংশ, টেলিভিশনে মাত্র ১৪ শতাংশ এবং রেডিওতে মাত্র ২০.৪ শতাংশ সংবাদে নারী কোনো ভূমিকা পেয়েছেন।

সারণি ১ : সংবাদের বিষয়াবলি (সকল সংবাদমাধ্যম)

সংবাদের বিষয়াবলি	সংবাদপত্র		বেতার		টেলিভিশন	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
রাজনীতি ও সরকার	৩৩০	১৬.৪৮%	৬৭	২০.৮৭%	১৭২	১৬.৫৭%
অর্থনীতি	২৬১	১৩.০৪%	৫৭	১৭.৭৬%	১৮৫	১৭.৮২%
বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য	৬৬	৩.৩০%	২২	৬.৮৫%	৭৮	৭.৫১%
সেলিব্রিটি, শিল্পকলা ও মিডিয়া, খেলাধুলা	৪৬	২.৩০%	৪০	১২.৪৬%	১৩৭	১৩.২০%
সামাজিক ও আইনগত	২৮১	১৪.০৪%	৪৬	১৪.৩৩%	১৫১	১৪.৫৫%
অপরাধ ও সন্ত্রাস	৭৭৬	৩৮.৭৬%	৭২	২২.৪৩%	২৩৮	২২.৯৩%
গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল	২৩৩	১১.৬৪%	১৭	৫.৩০%	৭৫	৭.২৩%
অন্যান্য	৯	০.৪৫%		০.০০%	২	০.১৯%
মোট	২,০০২	১০০.০০%	৩২১	১০০.০০%	১,০৩৮	১০০.০০%

সারণি ২ : খবরের পরিধি (সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন)

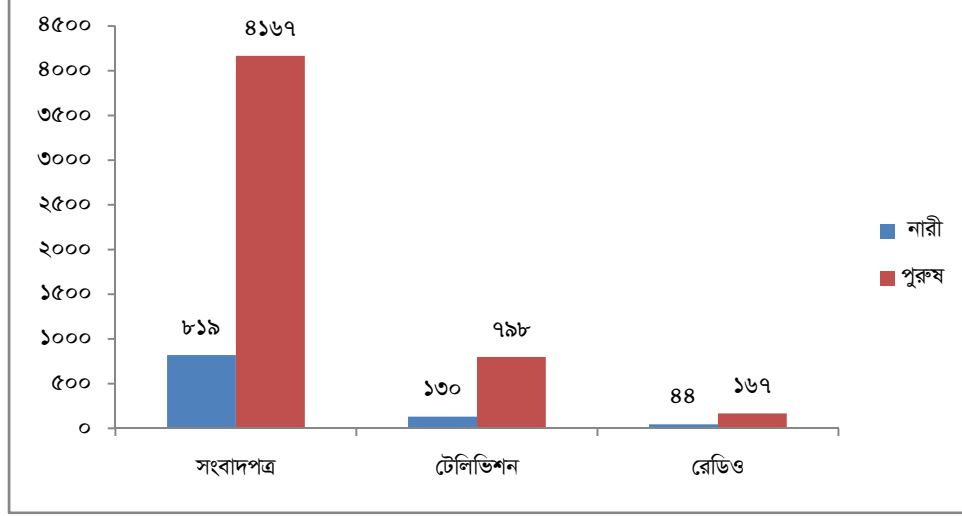
খবরের পরিধি	সংবাদপত্র	রেডিও	টেলিভিশন	মোট
গ্রামীণ	৩৬৩	৩	১৩৩	৪৯৯
স্থানীয়	১,১৩৬	৬৭	৭৫৩	১,৯৫৬

<sup>৯</sup> সংবাদমাধ্যম ও প্রতিবেদন সংখ্যা

সংবাদমাধ্যম	প্রতিবেদন সংখ্যা
সংবাদপত্র	২,০০২টি
বেতার	৩২১টি
টেলিভিশন	১,০৩৮টি
মোট	৩,৩৬১টি

জাতীয়	৪৫৬	১৪৮	১৩৫	৭৩৯
আঞ্চলিক	২৮	৪০	১৫	৮৩
বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক	১৯	৬৩	২	৮৪
মোট	২,০০২	৩২১	১,০৩৮	৩,৩৬১

রেখচিত্র ১ : খবরের নারী ও পুরুষ (সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী)



সংবাদে যে নারীরা উপস্থিত, তাদের পেশা কীভাবে উল্লিখিত/প্রচারিত হয়েছে বা একেবারেই হয় নি, সেটি থেকেও সংবাদের লৈঙ্গিক নির্মাণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারী নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও নারীর শ্রম মূল্যায়িত হয় না এবং সাধারণত নারী কিছু করে না, এ ধরনের বিশ্বাস চালু আছে। নারীর কাজ সম্পর্কে এ ধরনের ভ্রান্ত/সীমিত ধারণা সমাজে নারীকে অধস্তন করে রাখতে, অধিকার এবং প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে, নারীর প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক চাহিদা মেটাতে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নকে গুরুত্ব না দিতে এবং নারীর ওপর নির্যাতন বজায় রাখতে সহায়তা করে।

### নারীর পেশা ও পরিচয়

এই পরিবীক্ষণে মোটাদাগে ২৫টি পেশা চিহ্নিত করা হয়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৪১ জন নারীর ক্ষেত্রেই কোনো পেশার উল্লেখ করা হয় নি। নারীকে সর্বোচ্চভাবে শনাক্ত করা হয়েছে সরকার, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গের পেশায়, কিন্তু সে সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয় (১৪%)। সংখ্যাগত দিক থেকে সংবাদপত্র নারীকে অপর যে দুটি কর্মক্ষেত্রে অধিকতর চিহ্নিত করেছে, সে দুটি হলো, গৃহস্থালির ব্যবস্থাপক ও শিক্ষার্থী হিসেবে। সংবাদপত্রের নমুনা সংবাদে একজন নারীকেও সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম, ক্রীড়া কিংবা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-সংশ্লিষ্ট পেশায় উল্লেখ করা হয় নি।

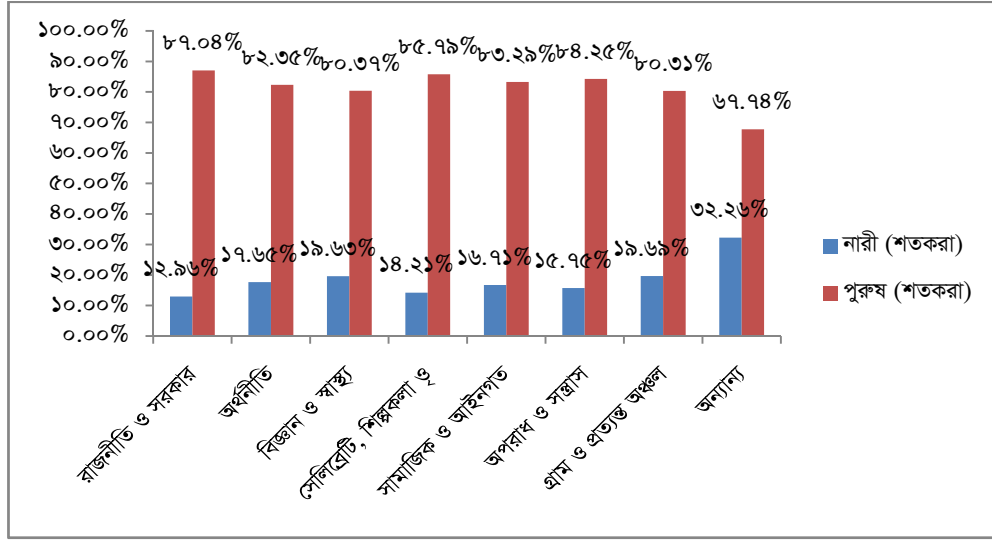
টেলিভিশন সংবাদের ক্ষেত্রেও নারীর পেশাগত অবস্থানকে সুস্পষ্ট না-করার একই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। খবরে উপস্থিত নারীদের মধ্যে এমনকি কৃষি, মৎস্যখাতে যুক্ত ও পেশাজীবী নারী থেকে শুরু করে

শিল্পী/অভিনেতা/লেখক/গায়ক এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরাও অনুপস্থিত। ব্যবসায়ী, চাকুরে, আইনজীবী, পুলিশ কোনো পেশার নারীকেই খবরগুলোতে দেখা যায় নি।

বিভিন্ন পেশার নারীদের খবরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ বেতার। সরকার, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গে অধিকতর এবং স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া পেশায় সামান্য উল্লেখ ছাড়া বেতারের খবরে পেশাজীবী নারীর উল্লেখ নেই। খবরের পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র বিরাজমান।

একইভাবে নারীকে তার পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত করার প্রবণতা রয়েছে। খবরের কাগজে উল্লিখিত প্রায় প্রতি তিনজন নারীর একজনকে (২৮.৯%) পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত করা হয়েছে, যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতি আটজন পুরুষের একজনকে (১২%) এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রেডিও ও টেলিভিশনে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিতকরণের প্রচেষ্টা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কম, সম্ভবত বিশদ পরিচিতি দেওয়ার সময় এক্ষেত্রে কম থাকে বলেই।

রেখচিত্র ২ : সংবাদের বিষয় অনুযায়ী নারীর উপস্থিতি



### সংবাদপত্রে নারীর স্বর ও ছবি

সংবাদে কতটুকু ফুটে ওঠে নারীর কণ্ঠস্বর? কতটুকু তারা দৃশ্যমান? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য পরিবীক্ষণে দেখা হয়েছে— সংবাদপত্রের সংবাদে যে নারীরা উল্লিখিত হয়েছেন, সংবাদ নির্মাণে তাদের কণ্ঠ কতটুকু ফুটে উঠেছে। কতটি সরাসরি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটি গণনার মধ্য দিয়ে নারীর স্বর শনাক্ত করা হয়। একইসাথে দেখা হয়, সংবাদে যারা উল্লিখিত হয়েছেন, সংযুক্ত ছবিতে তাদের কতবার দেখা যাচ্ছে। পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ আরো স্পষ্ট করে তুলেছে যে, সংবাদপত্র নারীকে (২৮.৬%) সরাসরি উদ্ধৃত করে পুরুষের (৫৫.৪%) চেয়ে কমবার। কিন্তু সংবাদে উল্লিখিত নারীর (৬.৬%) ফটোগ্রাফ ব্যবহৃত হয় পুরুষের (৪.৬%) চেয়ে বেশিবার। অর্থাৎ তুলনামূলক বিচারে নারীর ছবি তার বক্তব্যের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব পায় সংবাদপত্রে।

সারণি ৩ : সংবাদপত্রে সরাসরি উদ্ধৃতি

সংবাদপত্রে সরাসরি উদ্ধৃতি	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
না	৫৮৪	৭১.৩%	১,৮৩৭	৪৪.১%	৯৭	৪৫.৭৫%
হ্যাঁ	২৩৪	২৮.৬%	২,৩০৯	৫৫.৪%	১১৫	৫৪.২৫%
প্রযোজ্য নয়	১	০.১%	২১	০.৫%	০	০.০০%
মোট	৮১৯	১০০.০০%	৪,১৬৭	১০০.০০%	২১২	১০০.০০%

সারণি ৪ : সংবাদপত্রের ছবিতে নারী-পুরুষ

সংবাদপত্রে নারীর ছবি	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
না	৭৬২	৯৩.০%	৩,৯৪০	৯৪.৬%	১৯৮	২.৩৬%
হ্যাঁ	৫৪	৬.৬০%	১৯৩	৪.৬%	৫	৪.২৫%
জানি না	৩	০.৪০%	৩৩	০.৪০%	৯	০.০০%
প্রযোজ্য নয়	০	০.০০%	১	০.০২%	০	২.৩৬%
মোট	৮১৯	১০০.০০%	৪,১৬৭	১০০.০০%	২১২	১০০.০০%

সংবাদের কোথায় দাঁড়িয়ে নারী?

একটি দেশের অগ্রসরমানতার মাপকাঠি সেদেশে নারীর অবস্থান, একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীর অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে, উন্নয়নে নারীর মূলধারাকরণে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ নানা ধরনের প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। গণমাধ্যমসমূহ সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সমাজের মানস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম নারী বিষয়ে কতটুকু সচেতন তা কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে পরিসীমায় দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলো ছিল :

১. এই প্রতিবেদনে নারী কি কেন্দ্রীয় চরিত্র?
২. নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
৩. প্রতিবেদনে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে গণমাধ্যমের ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে?

অর্থাৎ প্রতিবেদনটি নারীপ্রধান কি না? খবরে কি নারীর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে? এ প্রশ্নের ভিত্তিতে জানা যায়, পরিসীমায়িত খবরগুলোর মধ্যে ১০ শতাংশও নারীপ্রধান নয়। সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীপ্রধান খবর পরিবেশন করে সংবাদপত্র (৭.৭৯%) এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক বাংলাদেশ বেতার (১.২৫%)। টেলিভিশনে নারীপ্রধান খবর আসে শতকরা ৪.৮২ ভাগ।

পরিসীমায়িতদের মতামত অনুযায়ী সিংহভাগ খবরই নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়ে আলোকপাত করে না। বেতারের ক্ষেত্রে ৯৯.০৭ ভাগ, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ৯৮.২৭ ভাগ এবং সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ৯৯.০৫ ভাগ সংবাদই বৈষম্যের প্রশ্ন তোলে না।



গণমাধ্যমের বিপুল সংখ্যক প্রতিবেদনের মধ্যে সনাতনী ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এমন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে সংবাদপত্রে ৫টি, রেডিওতে ২টি এবং টেলিভিশনে ৪টি।

### সংবাদ তৈরিতে নারী

এই পরিবীক্ষণে দেখা হয়েছে, কীভাবে সংবাদে নারীচিত্র, আরো বিশেষভাবে গ্রামীণ নারীচিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে কী চিত্র ফুটে উঠেছে তা নির্ভর করে সংবাদের পেছনে যিনি কারিগরি কাজ করছেন তার ওপর। আর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত থাকে সংবাদকর্ম। তাই একটি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতি, জেভার-সংবেদনশীলতার মাত্রা ও তার প্রতি বিশ্বাস, কোন সংবাদটি করতে বলা হচ্ছে, প্রতিবেদনের দৃষ্টিকোণ কী, সাক্ষাৎকার কিংবা জনমত গ্রহণের পদ্ধতি কী এবং কীভাবে তা নেওয়া হচ্ছে, কী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, কোন ধরনের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কতটুকু পরিসর দেওয়া হচ্ছে; একইসাথে সংবাদমান এবং নৈতিকতা কতটুকু বজায় রাখা হচ্ছে, সেসব পরিবীক্ষণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দেখা জরুরি এসব সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছেন বা কারা পালন করছেন।

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৫) এবং বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (২০১১)— এই দুই ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমে নারীর যথাযথ উপস্থাপনের জন্য গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে নারীর সমতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই পরিবীক্ষণের স্বল্প পরিসরেও সংবাদ নির্মাণে নারীর সমতামূলক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নি।

সংবাদপত্রের নমুনায় মোট ২৬৭টি বাইলাইন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মাত্র ৭টি (২.৬২%) নারী প্রতিবেদকের রচনা।

দৃশ্য ও শ্রবণ মাধ্যম টেলিভিশনের সংবাদের পরিমাণগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে খবর যারা পরিবেশন করছেন, তাদের মাত্র ৩.৩৩ শতাংশ সংবাদের প্রতিবেদক এবং ৯৭.৭ শতাংশ সংবাদের পাঠকারী বা ঘোষক। পুরুষদের মধ্যে সেক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবেদক এবং দুই-তৃতীয়াংশ পাঠকারী/ঘোষকের ভূমিকা নেন।

শ্রবণ-মাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের ক্ষেত্রে অবশ্য চিত্রটি ভিন্ন। পুরুষ সাংবাদিকদের মধ্যে অ্যাক্টর, ঘোষক বা উপস্থাপকের (৯৭.৭%) সংখ্যা নারী সাংবাদিকের মধ্যে এই ভূমিকায় যারা আছেন (৮৬.১ শতাংশ) তাদের চেয়ে বেশি হলেও ভূমিকা বন্টনের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের চেয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একমাত্র এই সংবাদ মাধ্যমটিতে নারী প্রতিবেদকের সংখ্যা (১৩.১%) পুরুষ প্রতিবেদকের (২.৩%) চাইতে বেশি। এই পার্থক্যের কারণ হলো বাংলাদেশ বেতারে ডেস্ক-সংবাদের সংখ্যা বেশি এবং এই ডেস্ক-প্রতিবেদন সাধারণত নারীরা পাঠ করেন।

### নীতিমালা

নীতিমালা হচ্ছে এমন দিকনির্দেশনা, যার আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান, একটি দেশ, এমনকি পুরো বিশ্ব করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যার কয়েকটি প্রান্তিক অঞ্চল বা প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত বা সংগতিপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর কথা বলা যেতে পারে। এই নীতিমালাসমূহ কোনো একটি ক্ষেত্রে করণীয় কী, কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে, কী করা উচিত নয় বা কীসের জন্য দাবি করা উচিত, সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে

সহায়তা করে। একইভাবে নীতিমালা অনুসৃত বা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। সংবাদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কখনো প্রয়োজ্য কোনো নীতিমালার উল্লেখ করা হয় কি না, সেটি দেখাও এই পরিবীক্ষণের অংশ ছিল।

পরিবীক্ষণে দেখা যায়, নমুনা প্রতিবেদনসমূহে সংশ্লিষ্ট কোনো নীতিমালার উল্লেখ করা হয় নি বললেই চলে। নীতিমালা উল্লেখের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ বেতার (৪.৭ শতাংশ)। সংবাদপত্র (০.৫%) এবং টেলিভিশনে (০.৬%) নীতিমালার উল্লেখ একেবারেই অনুল্লেখ্য।

### কী করা যেতে পারে?

এ পরিবীক্ষণ এমন কোনো ফলাফল আমাদের সামনে উপস্থাপন করে নি, যা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। গ্রামাঞ্চল এবং নারীর প্রতি অবহেলা একটি বৈষম্যমূলক সমাজের কাঠামোগত সমস্যা। ভৌগোলিক এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীকে যথাযথ স্থান না দেওয়ার মাধ্যমে গণমাধ্যম গ্রামাঞ্চল এবং নারীর প্রতি এই কাঠামোগত অবহেলাকে আরো জোরদার করেছে। গণমাধ্যমের যেখানে গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার কথা, তা না হয়ে গণমাধ্যম যে সমাজের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসালী অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে, আধেয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই পরিবীক্ষণে তারই প্রমাণ উঠে এসেছে।

যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এই পরিবীক্ষণ থেকে মনে হয়, রাজধানী এবং নগরাঞ্চলের বাইরে দেশের আর কোনো অস্তিত্ব গণমাধ্যমের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তেমনি যেভাবেই ওষ্ঠচর্চা করা হোক না কেন, নারী, বিশেষত প্রান্তিক নারী গণমাধ্যমের চোখে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। কণ্ঠস্বরকে ফুটে উঠতে না দেওয়া, জনগোষ্ঠীকে অদৃশ্য করে রাখা শুধু অগণতান্ত্রিকই নয়, এটি অত্যাচারেরই একটি শক্তিশালী রূপ। এই পরিবীক্ষণের ফলাফল দাবি করে, গণমাধ্যমকে সত্যিকার অর্থেই জনগণের মাধ্যম করে তোলার জন্য আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। একইসাথে, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা রক্ষার জন্য জনসচেনতা সৃষ্টি করাও জরুরি। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদমাধ্যমের যেমন সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভোক্তা অধিকার রক্ষাও সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যমকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা জনসমাজেরও দায়িত্ব।

এজন্য কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে যাতে আলোচনা বিস্তার লাভ করে, সে কারণেই পরিবীক্ষণটি করা হয়েছে। পরিবীক্ষণটির ফলাফল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যেন সচেতনদের আলোচনা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পদক্ষেপ নির্ণয় করা হয়। তবে এই পরিবীক্ষণের আলোকে এবং গণমাধ্যমে জেভার-বিষয়ক পাঠদান, গবেষণা এবং সক্রিয়তার ভিত্তিতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু প্রস্তাব এখানে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

বিভিন্ন শ্রেণি-লিঙ্গ-বয়স-ভৌগোলিক অবস্থান-ধর্ম-জাতিগত পরিচয়ের মানুষ নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ গড়ে উঠেছে। জনগণের এক বিপুল অংশকে আমরা সংবাদে অনুপস্থিত দেখি। এই অনুপস্থিতিকে নিরপেক্ষ কিংবা বস্তুনিষ্ঠ বলা যায় না। সংবাদমাধ্যম সুস্পষ্টভাবেই সমাজের অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর এবং এলাকার পক্ষ নিচ্ছে। গণমাধ্যমের সংবাদের এই বিচ্যুতিকে তুলে ধরার জন্য চাই নিয়মিত পরিবীক্ষণ। নিয়মতান্ত্রিক এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে সংবাদ খুঁটিয়ে দেখাই পরিবীক্ষণ। যারা সংবাদমাধ্যমকে সত্যিকার অর্থেই

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে তুলতে চান, তাদের সংবাদ পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের পরিবীক্ষণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংবেদী গণমাধ্যম এবং নীতিমালা তৈরিতে অ্যাডভোকেসি চালিয়ে যেতে হবে।

### সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সংবাদমাধ্যমসমূহকে দক্ষতার সঙ্গে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও একটি সমন্বিত প্রেক্ষিত যুক্ত করতে হবে। সাংবাদিকতা মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কৌশল নয়। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা যেন কেবল সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত না করে প্রকৃতই জনমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারেন, সে কারণে সাংবাদিকতা শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে তাকে সংবাদ পরিবেশনের বর্তমান বিদ্যুতিসমূহ ধরিয়ে দিয়ে এই বিদ্যুতি অতিক্রমের শিক্ষা দিতে হবে।

সাংবাদিকতার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যম-বিষয়ক গবেষণার ফল শুধু একাডেমিয়া এবং সংবাদমাধ্যম নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবগত করবেন।

### গণমাধ্যম

গণমাধ্যমসমূহের নিজস্ব গবেষণা সেল থাকা দরকার। তাদের প্রকাশিত-প্রচারিত সংবাদ কতটুকু শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের প্রয়োজন মেটাচ্ছে বা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ, স্থান, লিঙ্গ নির্বিশেষে তথ্যপ্রদানে সক্ষম হচ্ছে, সে বিষয়ে তারা ক্রমাগতভাবে গবেষণা করে তার ভিত্তিতে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবে।

প্রশিক্ষণ ভালো সাংবাদিক তৈরির অপরিহার্য শর্ত। স্থানীয় সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেন না। অথচ গ্রাম, প্রত্যন্ত এলাকা সম্পর্কে জেভারসংবেদী খবর প্রেরণের দায়িত্ব তাদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। গণমাধ্যমসমূহকে সাংবাদিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এতে গণমাধ্যমের সার্বিক মানেরই উন্নয়ন ঘটবে।

গণমাধ্যমের একটি জেভারসংবেদী সমন্বিত নীতিমালা থাকবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই আলোচনা হচ্ছে। নানা কারণেই সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা নীতিমালা তৈরির পক্ষে নন। তাঁরা মনে করেন, নীতিমালা বস্তুত নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ একই ধারণা নয়। নীতিমালা একটি পথনির্দেশনা। সুতরাং, সংবাদমাধ্যমসমূহের নিজেদেরই নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

নীতিমালা ছাড়াও প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে নিজস্ব আচরণবিধি থাকা দরকার। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি (১৯৯৩, ২০০২ সালে সংশোধিত) যদি কোনো মিডিয়া-হাউজ গ্রহণ করে থাকে, তবে সে সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা দরকার এবং কর্মরত সকল সাংবাদিককে তা অবহিত করা প্রয়োজন।

নীতিমালা এবং আচরণবিধিতে সংবাদের আবেগগত এবং সাংবাদিকদের আচরণগত দুই দিকই উল্লিখিত থাকে। সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের মূলনীতি, ভাষার ব্যবহার, সংবাদের ট্রিটমেন্ট, ভারসাম্য, নৈতিকতা ইত্যাদি আবেগগত দিক। নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বেতনকাঠামো, অবকাঠামো, যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি নীতিমালা ও আচরণবিধির আচরণগত দিক।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো গণমাধ্যমে নারীর মূলধারাকরণের জন্য বিভিন্ন দেশের গবেষকদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের জেভার সংবেদনশীলতার সূচক (Gender Sensitive Indicators for Media) প্রস্তুত করেছে। এই গাইডলাইনটি অনুসরণ করা যেতে পারে। ইউনেস্কো সংবাদমাধ্যমসমূহকে

অনুরোধ জানিয়েছে, তাঁরা যেন সংবাদ সংগ্রহে অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ নারীকণ্ঠকে সংবাদের সোর্স হিসেবে নেন।

নারী সাংবাদিকদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও নারীবাক্য পরিবেশের জন্য সাংবাদিক ইউনিয়নসমূহের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

#### **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

গণমাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও অঞ্চল যাতে সঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, সেক্ষেত্রে সরকার কী পদক্ষেপ অবলম্বন করবে, তার মূলসূত্র বাংলাদেশের সংবিধানেই লিপিবদ্ধ আছে।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে জনস্বার্থে কাজ করতে হবে। কেবল সরকারের মুখপত্র না করে, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে জনগণের মুখপত্র করে গড়ে তুলতে হবে।

গণযোগাযোগ ক্ষেত্রের জন্য প্রায় ৫০টি আইনকানুন রয়েছে। এর কিছু কিছু ব্রিটিশ আমলে প্রণীত এবং বর্তমানে সম্পূর্ণ অকার্যকর। গণমাধ্যমের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার ফলে এখনো নতুন নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নানা ধরনের আইনকানুনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। সুতরাং নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন না করে সরকার স্বাধীন গণযোগাযোগ কমিশন গঠন করতে পারে। এই কমিশন সর্বস্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শে সমন্বিত ও সংবেদী যোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কি না তার নিয়মিত মনিটরিংও এই স্বাধীন কমিশন দ্বারাই সম্পন্ন হবে।

#### **সুশীল সমাজ, অ্যাকাডেমিস্ট, নারী-সংগঠন, মিডিয়া-সংগঠন**

নীতিমালা তৈরির চেয়েও কঠিন নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং প্রচলিত ধারণা বা কাজে পরিবর্তন আনা। সচেতন সমাজকে তাই এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যমকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কী তাদের দায়িত্ব, দর্শক-শ্রোতা-পাঠকদের কাছে তাদের জবাবদিহিতার ধরনটি কেমন হওয়া উচিত। নীতিনির্ধারক ও সরকারকে মনে করিয়ে দিতে হবে তাদের অঙ্গীকারসমূহ পালনের কথা।

দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের ভোক্তা অধিকার রয়েছে। তাদের ভোক্তা অধিকার থেকেই তারা গণমাধ্যম তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে কি না, তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে কি না, সেই প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমসমূহের মনিটরিং করতে পারে। মনিটরিং এক ধরনের গণমাধ্যম-সাক্ষরতা দেয়, যার মধ্যে দিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে একটি জবাবদিহিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

গণমাধ্যম আমাদের বাস্তব জীবনের অপরিহার্য অংশ। গণমাধ্যমসমূহকে জনসম্পৃক্ত করে তোলার কাজটি আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই করতে হবে।

গীতি আরা নাসরীন অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। gitiaran@yahoo.com